W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 113 /WBHRC/SMC/2017

Date: 22. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 22.03.2017, captioned 'এন আর এস হাসপাতালের দুই বিভাগের সমন্বয়ের অভাবে প্রাণ সংশয় যুবকের'

Superintendent, Nil Ratan Sarkar Medical College & Hospital is directed to submit a detailed report by 25th April, 2017 enclosing thereto :

(a) bed head ticket and medical treatment given to the patient;

(b) full address and particulars of the patient.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

DP

Encl: News Item Dt. 22.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

এনআর এস হাসপাতালের দুই বিভাগের সমন্বয়ের অভাবে প্রাণ সংশয় যুবকের

রাজা মজুমদার

একই হাসপাতালের দু'টি বিভাগের টানাপোড়েনে পড়ে প্রাণ সংশয় এক যুবকের। কলকাতার নীলরতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের এসপি-১ নম্বর বেডে প্রায় তিনমাস কার্যত কিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়ির লোকজন হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যান। গোটা ঘটনায় যথেষ্ট হতাশ অত্যন্ত দরিদ্র ওই পরিবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উত্তর ভোলগাছি গ্রামের বাসিন্দা দুলাল মিস্ত্রি, যিনি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতেন। ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ কাজ করার সময় উঁচু মাচা থেকে পড়ে গুরুতর চোট পান। বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে চিকিৎসক কলকাতার বড় হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেইমতো গত বছর ২০ ডিসেম্বর দুলালকে নিয়ে তাঁর ভাই ও বাবা এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করান।

তাঁদের দাবি, এমারজেন্সির চিকিৎসকরা দুলালকে নিউরো সার্জারি বিভাগে পাঠিয়ে দেন, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে বেড খালি না থাকার জন্য অর্থোপেডিক বিভাগে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়। আহত দুলাল মিস্ত্রির ভাই কমল ও বাবা হরলাল মিস্ত্রির দাবি, 'ভর্তি নেওয়ার সময় সেখানকার চিকিৎসকরা বেড খালি হলে তাঁকে ফের নিউরো সার্জারি বিভাগে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার জানানো সত্ত্বেও দুলালকে ফেরানো হয়নি, এমনকি কোনও চিকিৎসা পর্যন্ত করা হয়নি।'

দুলালের পরিবার আরও দাবি করেছে, ২৯ ডিসেম্বর এবং ২ জানুয়ারি দু'বার এনআরএস হাসপাতালের সুপার হাসি দাশগুপ্তকে চিঠি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও রকম সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি তাঁর তরফ থেকে মেলেনি।

গত বছরের ২০ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ১৫ মার্চ, প্রায় মাসে মাত্র একবার তাঁকে হাসপাতালের নিউরো সার্জেন ড. জি কে মাইতি দেখে গিয়েছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, ১৭ জানুয়ারি দুলালকে ডিসচার্জ করে নিউরো সার্জারি বিভাগের ওপিডিতে আসার পরামর্শ দিয়ে যান ওই চিকিৎসক। কিন্তু সেই বার্তা দুলালের পরিবারের কাউকেই দেওয়া হয়নি এবং ডিসচার্জ দেওয়ার পরও দু'মাস ওই যুবককে কীভাবে একই বেডে রেখে দেওয়া হল গুরু গুরুতর আহত ওই রোগীকে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঠিক কী হয়েছিল দুলালের? চিকিৎসকদের বক্তব্য, উপর থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে এবং মেরুদণ্ডের সি ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর হাড় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার জন্য চিকিৎসকরা পেটসিটি স্ক্যান করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। যার খরচ ১৫ হাজার টাকা। অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবার এই টাকা জোগাড় করতে পারেনি। যদিও পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৫ হাজার টাকা ছাড়ের ব্যবস্থা করে দেন। হরলালবাবুর দাবি, তাঁরা কোনওমতে ১০ হাজার টাকা জোগাড় করে জমা দিলেও ওই পেটে সিটি স্ক্যান করা সম্ভব হয়নি। কারণ ততদিনে একভাবে হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকার ফলে দুলালের শরীরে বেডশুল হয়ে গেছে। শরীরে ঘা থাকায় সেই পরীক্ষা করানো সম্ভব নয়। এই কারণে হাসপাতালে এসে অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ফেরা। এনআরএস হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসকরা এবং নার্সদের চরম অবহেলা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণে বছর আটত্রিশের যুবক শয্যাশায়ী।

এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপার হাসি দাশগুপ্তকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অনেকেই আমার কাছ আসেন অভিযোগ জানাতে, সব কথা মাথায় থাকে না। তবে এ ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব কোনও গাফিলতি ছিল কিনা।'

গাফিলতি তো ছিলই, তার সঙ্গে প্রকট সংশ্লিষ্ট দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। যার জেরে টানা দু'মাস অর্থোপেডিক বিভাগের এসপি-১ বেডে কার্যত কিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকলেন নিউরো সার্জারির জন্য ভর্তি হওয়া রোগী। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আশায় আসা দরিদ্র এই পরিবার এখন হাওড়ার বালিতে মেয়ের বাড়িতে রেখে ছেলের চিকিৎসার প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। স্থানীয় চিকিৎসক পঙ্কজকুমার গুপ্তা বর্তমানে দুলালের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করছেন, যাতে দ্রুত তাঁর পেটে সিটি স্ক্যান করানো সম্ভব হয়। তিনিও এনআরএস হাসপাতালের এতবড় অবহেলা নিয়ে সরব হয়েছেন এবং দুলালের যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়, সে ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। দুলালের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা। চিন্তিত পরিবার সরকারি হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা করাতে চাইছেন। কারণ দরিদ্র ওই পরিবারের অর্থ নেই যে বেসরকারি হাসপাতালে যাবেন।